ওয়ান নাইট অব সঙ

ঘটনাটা খুলে বলতে গেলে এ রকম দাঁড়ায় যে আমার এক বন্ধু আছে যে মাঝে মাঝে দাবি করে যে অন্য জগৎ থেকে ভূতকে ডেকে আনতে পারে।

অন্তত একটা ভূতকে, খুবই অল্প ক্ষমতার ছোট্ট একটা ভূত। সেটার কথা সে কখনো সখনো বলে কিন্তু তাও কেবল পেটে গুনে গুনে চার পেগ স্কচ আর সোডা পড়লে তবেই। এই চার পেগের ব্যাপারটা একটা খুবই সূক্ষ্ম মাপকাঠি—তিন পেগ পড়ার পর জিজ্ঞেস করলেও সে ওসব অলৌকিক ভূত-টুত বিষয়ে কিছুই জানে না, আবার পাঁচ হয়ে গেলেই সে ঘুমে ঢলে পড়ে।

সেই রাতে যখন আমার মনে হয় যে মক্কেল ঠিক তুঙ্গে উঠে গেছে তখনই বললাম, 'আচ্ছা জর্জ তুমি যে মাঝেমধ্যে একটা ভূতের কথা বল তার কথা কি তোমার মনে আছে?'

'এ্যাহ্!' বলে গ্লাসের পানীয়টার দিকে তাকিয়ে এমন একটা শব্দ করল জর্জ যার অর্থ দাঁড়ায় যে আমি তার কথা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি দেখে সে বেশ অবাকই হচ্ছে।

'না না তোমার পানীয়ের কথা বলছি না, আমি আসলে সেই ভূতটার কথা বলছিলাম, সেই যে দুই সেন্টিমিটারের মতো লম্বা, যার কথা তুমি একবার আমাকে বলেছিলে, চাইলে যাকে তুমি অন্যলোক থেকে ডেকে আনতে পার। যার আবার কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতাও আছে?'

'আহ্!' বলে জর্জ, 'অ্যাজাজেল, যদিও এটা অবশ্য তার আসল নাম না, তবে মুশকিল হয়েছে কি তার আসল নামটা আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু আমি ওই নামেই ডাকি। মনে থাকবে না কেন? খুব মনে আছে তার কথা।'

www.banglainternet.com

'তুমি কি তাকে মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করো নাকি ?'

'না! বিপদজনক, সেটা করতে যাওয়া খুবই বিপদজনক। শক্তি নিয়ে খেলা করতে যাওয়ার একটা নেশা আছে। কাজেই আমি এ ব্যাপারে সাবধান। ভীষণ রকমের সাবধান। আর তুমি তো জানোই নীতির ব্যাপারে আমি কী পরিমাণ কঠোর। সে কারণেই আমি যখন তাকে আমার এক বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য ডেকেছিলাম তখনই ক্ষতিটা হয়ে গিয়েছিল, অকল্পনীয় ক্ষতি, আমি তো সে কথা আজও ভাবতে পারি না।'

'হয়েছিল কী ?'

'আমারও মনে হয় এই যন্ত্রণার বোঝাটা বুক থেকে নামিয়ে ফেলা উচিত।' একটু চিন্তা বলে জর্জ। 'এত দিন মনের মধ্যে থেকে ঘটনাটা যেন বিষিয়ে উঠছে...'

'তখন আমার বয়স যথেষ্ট কমই,' [বলল জর্জ] মানে সেই রকম একটা বয়স যে বয়সে প্রতিটা পুরুষের মনে হয় নারী হচ্ছে জীবনের বিশাল একটা অংশ। এখন অবশ্য সে সব দিনের কথা ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু আমার আজও পরিষ্কার মনে পড়ে তখন বিষয়টা সত্যি সত্যিই অনেক বড় বলে মনে হতো।

আসলে এখন তো অবস্থাই এমন যে যা পাওয়া যায় খাবলা খাবলি করে নেয়া, কিন্তু তখন সময়টাই ছিল...

আমার একটা বন্ধু ছিল, মর্টেনসন-এন্ড্রু মর্টেনসন। আমার মনে হয় তুমি তাকে চেন না। আসলে আমি নিজেই তাকে অনেক দিন হল দেখিনি।

ঘটনা হল যে ও বেচারা একটা মেয়ের ব্যাপারে দুর্বল ছিল, একটা বিশেষ মেয়ে। তার মতে সে নাকি একটা দেবী ছিল। তাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। মহাবিশ্বে অমন মেয়ে একটাই, আর তাকে ছাড়া ওর জীবন সাহারা মরুর মতো শুষ্ক হয়ে যাবে। জানই তো প্রেমে পড়লে লোকে কী কী সব বলে বেড়ায়।

তবে সমস্যা হল যে সেই মেয়েটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে গিয়েছিল, আর সেটা রীতিমতো নিষ্ঠুরভাবে এবং তার যে একটা আত্মসম্মান রয়েছে সেটারও থোড়াই পরোয়া করে। তাকে অপদস্থের চূড়ান্ত করার জন্যই সম্ভবত মেয়েটা ওর চোখের সামনে দিয়ে অন্য ছেলের সাথে ঘোরাঘুরি শুরু করে। আর সে সময় ওর আকুল চোখের পানি দেখে সে মেয়ে নাকের ফুটোয় আঙুল চেপে ফিচ ফিচ করে হেসেছিল।

www.banglainternet.com

না না কথাটা আবার আক্ষরিক অর্থে ধরে বস না, আমি আসলে ও যেমনটা বলেছিল তার একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। ও এখানে বসে আমার সাথে পান করছিল, ঠিক এই ঘরটাতেই। সেদিন তার কথা শুনে আমারো যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছিল এবং বলি, 'আমি সত্যিই দুঃখিত মর্টেনসন, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে তুমি ওভাবে দেখ না। যখন মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দেবে তখন দেখবে যে সেও একটা সাধারণ মেয়েই মাত্র। রাস্তায় তাকালেই দেখবে অমন ডজন ডজন মেয়েকে চারপাশে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।'

ও খুব তিক্ত গলায় জবাব দিয়েছিল, 'মুরব্বি এখন থেকে বাকি জীবনটা আমি মেয়ে মানুষের অস্তিত্বহীন অবস্থাতেই কাটাতে চাই, শুধু আমার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কেননা তাকে আমি প্রতিটা মুহূর্ত এড়িয়ে চলতে পারব না। তবে আসলে আমি চাইছি এই মহিলাকে একটা বদলা দিতে।'

'কাকে ? তোমার স্ত্রীকে ?' আমি জানতে চাই।

'না না তাকে কোন দুঃখে আমি বদলা দিতে যাব ? আমি বলছি ওই পাষাণী মহিলার কথা যে আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে।'

'ঠিক কী ধরনের ?'

'আহ্‌হারে সেটাই যদি জানতাম তবে তো...' বলে ও।

যেহেতু আমার বুকের ভিতরটা তখনো ওর জন্য জ্বলছিলো তাই বললাম–'মনে হয় আমি একটা সাহায্য করতে পারি। আমি একটা ভূত, মানে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ভূতকে ব্যবহার করতে পারি, অবশ্য তার ক্ষমতাও খুব অল্প।' কথাটা শেষ করে আমি আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনি দিয়ে এক ইঞ্চির চেয়ে ছোট একটা মাপ দেখাই যাতে ও মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারে। 'ওটা অবশ্য খুব সামান্য কাজই করতে পারবে।'

আমি তাকে অ্যাজাজেলের কথা বলেছিলাম এবং ও বিশ্বাসও করেছিল। আমি লক্ষ্য করেছি যখনই আমি কোনো একটা গল্প বলি তখন লোকের বিশ্বাসটা ঠিক ঠিক অর্জন করতে পারি। বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় গল্প বলা শুরু করতেই ঘরের ভিতরে অবিশ্বাসের বাতাস এমন পুরু হয়ে জমতে শুরু করে যে মনে হয় যেন তা করাত দিয়ে কাটা যাবে, কিন্তু আমার বেলা কখনই তা হয় না। আসলে সব বিষয়ে অকপট হওয়া এবং সৎ ভাবমূর্তির একটা আলাদা দাম আছে। যাই হোক, আমার কথা শুনে ওর চোখগুলো চকচক করে ওঠে। ও জানতে চায় যে

www.banglainternet.com

মেয়েটাকে যদি কিছু দিতে চায় তবে ভূত সেটার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কি না।

'যদি সেটা দেবার মতো কিছু হয় তবেই, তোমার মনের আবার এমন কোনো মতলব নেই তো যে হঠাৎ তার শরীর থেকে একদিন দুর্গন্ধ বেরুতে থাকবে বা কথা বলার সময় তার মুখ থেকে কটকটে ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে নামবে?'

'প্রশ্নই ওঠে না।' ও ক্ষেপে গিয়ে বলে। 'তুমি আমাকে ভাব কী? সে আমাকে দুই বছর আনন্দ দিয়েছে, আর আমি সেটার একটা যথার্থ বিনিময় কিছু দিতে চাচ্ছি। তুমি বলছ যে তোমার ওই ভূতের ক্ষমতা খুব অল্প?'

'ওটা একটা ছোট্ট জিনিস।' আমি আবার বুড়ো আঙুল আর তর্জনি দিয়ে ছোট সেই মাপটা দেখাই।

'সে কি ওকে একটা সুন্দর কণ্ঠ দিতে পারবে? অল্প সময়ের জন্যই হোক, নিদেনপক্ষে একটা সন্ধ্যায় পরিবেশনের জন্য।'

'আমি জিজ্ঞেস করে দেখব।' আসলে মর্টেনসনের প্রস্তাবটা আমার কাছে বেশ ভদ্রলোকের কাজ বলেই মনে হয়েছিল। ওর প্রাক্তন প্রেমিকা মহল্লার চার্চে ধর্ম সঙ্গীত গাইত। সেই সময় আমার আবার সত্যিই একটা গান শোনার মতো কান ছিল আর আমিও সুযোগ পেলেই ঐ ধরনের গানের আসর শুনতে যেতাম। (অবশ্যই দান বাকশোর ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়ে)। আমি তার গান শুনতে পছন্দ করতাম আর অন্য শ্রোতারাও মনে হয় বেশ নিমগ্ন হয়েই শুনত। আমার তখন মনে হতো তাকে আসলে পারিপার্শ্বিকের সাথে ঠিক যেন মেলে না। তবে মর্টেনসনের ভাষ্য ছিল তারা আসলে উচ্চগ্রামের মহিলাদের জন্য সুযোগ দিত। যাই হোক আমি অ্যাজাজেলের সাথে আলাপ করলাম। সে এক কথাতেই সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেল, আর তুমি তো জানোই যে এসব ক্ষেত্রে সাহায্যের বদলে আমার আত্মা চেয়ে বসার কথা আর তাতে অবাক হবারও কিছু নেই। আমার পরিষ্কার মনে আছে আমিই আগ বাড়িয়ে অ্যাজাজেলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে বিনিময়ে সে আমার আত্মাটা চায় কি না এবং অবাক কাণ্ড কি জানো? সে এই ধরনের বিনিময়ের ব্যাপারটা জানেই না। সে উল্টো আমার কাছেই জানতে চেয়েছিল যে এই বিনিময় বলতে আমি আসলে কী বোঝাতে চাইছি আর আমিও জানতাম না যে পুরো ব্যাপারটা আসলে কী হয়। ঘটনাটা দাঁড়াল এমন যে সে তার নিজের বিশ্বে এতই

www.banglainternet.com

ছোট যে আমাদের বিশ্বে তার ওজনটাতে ছুঁড়ে দিতে পারাটাকেই সে বিরাট কিছু বলে ভাবছিল। সে সাহায্য করতেই ভালোবাসে।

সে জানাল যে ঘণ্টা তিনেকের জন্য হলে কাজটা করতে পারবে আর মর্টেনসনকে যখন এই খবরটা দিলাম তখন সে বলল যে ওইটুকু পারলেই একদম যথার্থ হবে। আমরা ঘটনা ঘটানোর জন্য বেছে নিলাম এমন একটা রাত যে রাতে মেয়েটা বাখ বা হ্যান্ডেল কিংবা অমন কোনো পুরান আমলের গান গাইবে এবং অনেকটা সময় একক সঙ্গীত পরিবেশন করবে।

মর্টেনসন সে রাতে চার্চে গিয়েছিল এবং অবশ্যই আমিও গিয়েছিলাম। কী ঘটে না ঘটে সেটা নিয়ে আমি কেমন যেন দায় বোধ করছিলাম আর ভেবেছিলাম যে পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করারও দরকার আছে।

মর্টেনসন আমাকে দেখে বিষণ্ন গলায় বলল, 'আমি ওর রিহার্সলগুলোতে গিয়েছিলাম, কৈ, ও তো দেখি সেই আগের মতোই গাইল। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন ওর একটা লেজ আছে আর কেউ তাতে পা দিচ্ছে বলে ও চেঁচামেচি করছে।' সাধারণত অমন কঠোর গলায় কখনো ও তার গলার বর্ণনা দিত না। বিভিন্ন সময়ে ও বলে এসেছে ওর গলা হচ্ছে গ্রহ সঙ্গীতের গলা কিংবা তার চেয়েও উঁচুদরের সব মন্তব্য। অবশ্য তার পর মেয়েটা তাকে ঘা দিয়ে গেলে, আর স্বাভাবিকভাবেই এমন সব ঘটনা মানুষের বিচার পাল্টে দেয়।

আমি ওর দিকে একটা কঠিন সমালোচনার দৃষ্টি হেনেই ওকে ঠাণ্ডা করে ফেললাম। 'যে মহিলাকে তুমি একটা অনন্য উপহার দিতে যাচ্ছ তার সম্বন্ধে অন্তত অমনভাবে কথা বলাটা তোমার শোভা পায় না।'

'না ঠিক আছে, আমি আসলে চাইছি যে তার গলাটা কিন্নর কণ্ঠ হয়ে উঠুক। যাকে বলে একেবারে পরিশুদ্ধ। এবং এখন যখন আমার চোখ থেকে ভালোবাসার ঘোর কেটে গেছে তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাকে আসলে অনেক অনেক দূর যেতে হবে। কী মনে হয়? তোমার ওই ভূত পারবে তো সামাল দিতে?'

'পরিবর্তনটা শুরু হওয়ার কথা রাত আটটা পনেরো মিনিটে।' সন্দেহের একটা শিরশিরে অনুভূতি আমার মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। 'তুমি নিশ্চয়ই রিহার্সলের সময় তার পরিশুদ্ধ গানটা শুনে ফেলে উপস্থিত শ্রোতাদের হতাশ করতে চাও না?'

'তুমি তো দেখি ভুল বুঝে বসলে,' বলে ও।

www.banglainternet.com

তারা সেই রাতে একটু আগেভাগেই শুরু করে দিয়েছিল এবং মেয়েটা যখন সাদা পেশাক পরে গান গাইতে উঠল তখন আমার পকেট ঘড়ির হিসেবে বাজে আটটা চোদ্দ মিনিট। ওটা কখনই দু'য়েক সেকেন্ডের বেশি হেরফের হয় না। সে খুব উচ্চকণ্ঠি গায়িকা ছিল না। মাঝামাঝি একটা স্কেল বজায় রেখে সে গাইতো। উচ্চগ্রাম থেকে গলা নামানোর সময় যথেষ্ট ফাঁক থাকত। যখনই সে সুর খেলানর জন্য গ্যালনখানেক বাতাস ভেতরে টেনে নিচ্ছিল তখনই আমি বুঝতে পারি মর্টেনসন তার ভিতরে কী দেখেছিল।

সে তার স্বাভাবিক সাধারণ গলাতেই গান ধরে, তারপর ঠিক আটটা পনেরো বাজতেই হঠাৎ মনে হল যেন আরেকটা কণ্ঠ এসে যোগ হল। আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম মেয়েটা ছোটখাটো একটা লাফ দিয়ে উঠল যেন সে নিজেও তার কণ্ঠ শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা হাত তার শরীরের মধ্যদেশে রাখা ছিল সেটা তিরতির করে কাঁপতে শুরু করে।

তার গলা উচ্চগ্রামে উঠে গেল। ঠিক যেন একটা বিশুদ্ধ সুরে বাঁধা অর্গান। প্রতিটা নোট ছিল নির্ভুল। তখনই একটা সম্পূর্ণ নতুন নোট আবিষ্কৃত হল, যার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল বাদবাকি আর সব নোট।

প্রতিটা নোট সঠিক কম্পনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। অকল্পনীয় শক্তি আর নিয়ন্ত্রণের খেলা।

এবং প্রতিটা নোটের সাথে সাথেই মেয়েটা যেন আরো পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছিল। বাদকের দল নোটের দিকে আর তাকাচ্ছিল না তারা অবাক বিস্ময়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল, আমি হলফ করে বলতে পারব না তবে মনে হয় সেই যন্ত্রীরা আসলে কিছু বাজাচ্ছিলই না। আর যদি তারা কিছু বাজিয়েও থাকে আমি অন্তত শুনতে পাইনি। আসলে সে যখন গাইছিল তখন আর কিছুই শোনা সম্ভবপর ছিল না। শুধুই তার কণ্ঠ।

বিস্ময়ের ঘোরটা তার চেহারা থেকে কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছিল প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। সে নিজে আর কিছুই চেষ্টা করছিল না কেননা তার দরকার ছিল না। তার কণ্ঠ যেন আপন মনেই গেয়ে চলেছিল তাকে নিয়ন্ত্রণ বা চালিয়ে নেবারও কোনো দরকার হচ্ছিল না। গানের পরিচালককে মনে হচ্ছিল যেন থ মেরে আছে আর কোরাসের বাকি শিল্পীরা সবাই বোবা হয়ে গেছে।

www.banglainternet.com

একক পরিবেশনা এক সময় শেষ হল যার পাশাপাশি সেদিনের কোরাস গানগুলোকে মনে হয়েছিল যেন ফিশফিশানি শব্দ। ভাবটা এমন ওই কণ্ঠের সাথে একই সন্ধ্যা গাইতে যাওয়ায় তারা লজ্জিত।

এর পরের পুরোটা অনুষ্ঠানই ছিল তার। যখন সে গাইছিল তখন অন্যরা কোনো কথা বললেও তা আর শোনা যায়নি কেবল গানই সবার কান ভরে দিয়েছিল। যখন গান থামাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল আমরা সবাই যেন আলোর প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল অসহ্য আঁধারে বসে আছি।

এবং যখন সবকিছু শেষ হল তখন চার্চে তালি দেবার নিয়ম না থাকলেও সবাই না দিয়ে পারেনি। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক সাথে যেন একই শ্রিংয়ের সাথে সবার গোড়ালি বাঁধা ছিল। তারা তালির পর তালি দিয়ে যাচ্ছিল এবং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সে আবার গাইতে না শুরু করা পর্যন্ত সারা রাত পার হয়ে গেলেও তারা তালি থামাবে না।

সে আবারও গেয়েছিল। একক কণ্ঠে। আবহ সঙ্গীত হিসাবে অর্গান ছিল কি ছিল না, কোরাসের আর কাউকেই দেখা যায়নি বা কেউ দেখতে পায়নি।

সাবলীল, তুমি ভাবতেও পারবে না কী অবিশ্বাস্য সাবলীল ভঙ্গিতে সে গান পরিবেশন করছিল। শুধু তখনই আমি বুঝতে পারি কী ঘটে গেছে। মর্টেনসন আমার পাশেই বসেছিল কিন্তু তার সমস্ত সত্তা ডুবেছিল গানের মাঝে। আর আমি বসেছিলাম সরল রেখার মতো সোজা হয়ে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না ও কিসের পিছনে ছিল। আর তোমরা চাইলে তার মুখ দেখে বুঝতে পারতে সে কিসের জন্য অমন মগ্ন হয়ে ছিল।

মেয়েটা গেয়েছিল পরিশুদ্ধভাবে, কিন্তু আর কোনোদিনই সে অমনভাবে গাইতে পারবে না।

বিষয়টা এমন যেন সে জন্ম থেকে অন্ধ ছিল আর শুধু তিন ঘণ্টার জন্য তার দৃষ্টিশক্তি পেয়ে চার পাশে যা কিছু দেখার সব দেখছিল, সব রং, আকৃতি, রূপ, বিস্ময় সবকিছু। যা আবার আমরা দেখি না কারণ আমরা তার মাঝে থেকেই অভ্যস্ত। ধরা যাক তুমি সব কিছুকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য দেখতে পেলে এবং তারপরেই আবার অন্ধ হয়ে গেলে।

তুমি যদি কিছুই না জান তবে অন্ধ হলে তোমার অসুবিধা হবে না। কিন্তু যদি কোনো কিছুকে বিস্তারিতভাবে জানার পর আবার অন্ধ হয়ে যেতে হয় তখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কেউ তা পারে না।

www.banglainternet.com

সে মেয়েটা আর কোনোদিন অবশ্যই গান গায়নি। কিন্তু সেটা মূল ঘটনা না। আসল দুর্ভাগ্যটা জোটে আমাদের কপালে, যারা সেদিন শ্রোতা হিসেবে হাজির ছিলাম। আমরা তিন ঘণ্টার জন্য শুদ্ধ সঙ্গীত শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম, একেবারে বিশুদ্ধ। তোমার কি মনে হয় এর পর ওই জিনিসের চেয়ে খারাপ কিছু শোনা আমাদের সহ্য হবে ? নিজের কথা বলি, আমি তো তারপর থেকে বলতে গেলে কালাই হয়ে গেছি। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম ওই যে কি সব বলে না রক উৎসব না কি তাতে। হালে তো শুনি ওসব গান খুব জনপ্রিয়। আমি গিয়েছিলাম নিজেকে পরীক্ষা করতে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমার কাছে একটা সুরও সুর মনে হয়নি। সব যেন চেঁচামেচিই সার।

আমার একটাই সান্ত্বনা মর্টেনসন, যে সে রাতে আমাদের আর সবার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে গান শুনেছিল এবং ওর অবস্থাই সবার চেয়ে খারাপ। এখন সারাক্ষণ কানে এয়ারপ্ল্যাগ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ফিসফিস শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ তার এখন আর সহ্য হয় না।

ভালোই হয়েছে।

অনুবাদ : আসরার মাসুদ

www.banglainternet.com